لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ : ৩০শে ডিসে/১৫ই/৩০শে জানুয়ারী: ১৯৬৪ সন : ১৬/১৭/১৮শ সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্ ও মসজিদ আক্সা
(কাদিয়ান)

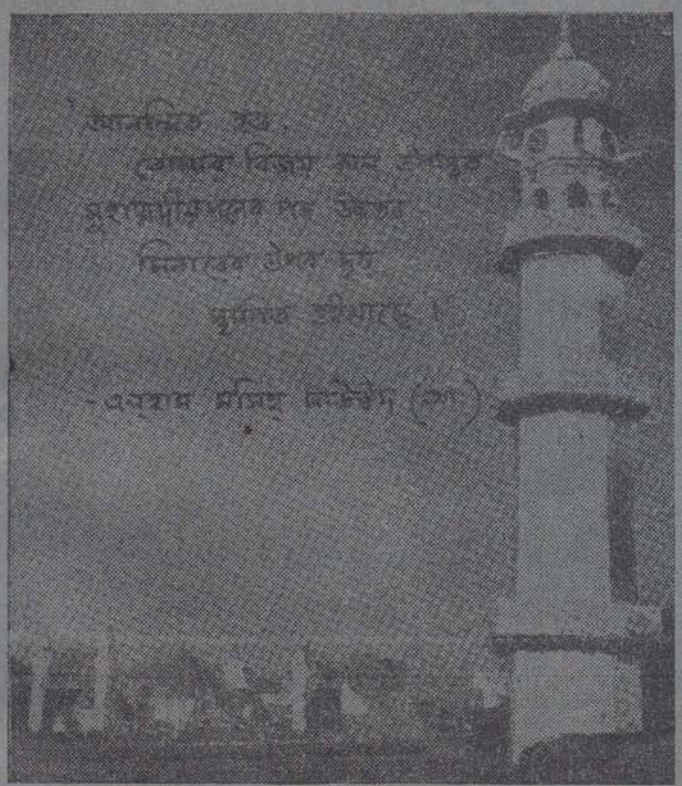

"হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নহ; হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ; হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না আমি শহরগুলিকে ধ্বংশ হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। লূতের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, নূহের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

—হযরত মসিহ মাউদ (আঃ), ১৯০৬

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲
তবলীগ কন্সেশনে—৩

প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা
তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৬।১৭।১৮শ সংখ্যা
৩০শে ডিসে'/১৫/৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রঃ) ॥	৩৪৫
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী ॥	অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ ॥	৩৪৬
॥ জুমআর খুতবা ॥	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) অনুবাদক – মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	৩৪৭
॥ হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)-এর স্মৃতির স্মরণে ॥	মূলঃ এ. আর. খান বাঙালী অনুবাদঃ রফিউদ্দিন আহ্‌মদ (সেলিম) ॥	৩৫৫
॥ রচি তারি গান ॥	সরফরাজ এম. এ. সাত্তার ॥	৩৬২
॥ হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥	আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল ॥	৩৬৩
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী ॥	৩৬৬

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم
على عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃঃ ৩০শে জানুয়ারী ঃ ১৯৬৪ সন ১৬/১৭/১৮শ সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আল-আনআম

ষষ্ঠ রুকু

৫২। (হে নবী) তুমি এই কোরআন দ্বারা এমন লোক দিগকে সতর্ক করিয়া দাও যাহারা তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে একত্রিত হওয়া সম্বন্ধে ভয় পোষণ করে (এবং বিশ্বাস রাখে যে) তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন বন্ধু থাকিবে না এবং কোন সুপারিশকারী (ও থাকিবে না) অবশ্য তাহারা তকওয়া গ্রহণ করিবে।

৫৩। এবং যাহারা প্রভাতে ও সায়াহ্নে তাহাদের প্রভুকে তাঁহার সন্তোষ লাভের বাসনায় আহ্বান করে, তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিও না। তোমার উপর তাহাদের কোন

হিসাবের দায়িত্ব নাই এবং তাহাদের উপরও তোমার কোন কর্মের হিসাবের জবাবদেহী নাই। অনন্তর (যদি) তুমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও তবে তুমি সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

৫৪। এবং এইভাবে আমরা তাহাদের কতককে অপরদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যাহাতে তাহারা বলিতে পারে, 'ইহারাই কি তাহারা, আমাদের মধ্য হইতে যাহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন?' আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানী নহেন?

৫৫। এবং আমাদের নিদর্শন সমূহের প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে যখন তাহারা তোমার নিকট আগমন করে তুমি বলিও, 'তোমাদের উপর শান্তি নাযিল হউক।' তোমাদের প্রভু দয়া প্রদর্শনকে তাঁহার নিজের প্রতি অবশ্য কর্তব্য করিয়া নিয়াছেন। অতএব তোমাদের যে কেহ অজ্ঞানতাবশতঃ অন্যায় করিয়া ফেলে এবং ইহার পর অনুতাপ প্রকাশ করে এবং (নিজেকে) সংশোধন করিয়া লয় তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৫৬। এবং এই ভাবেই আমরা বিধানগুলিকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি (যেন তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর) এবং যেন অন্যায়কারীদের পথ সুপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ)

★

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

আমার ইহা ধর্ম, যে ব্যক্তি আমার সহিত একবার বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সেই বন্ধনের প্রতি আমার এতখানি মনোযোগ থাকে যে, সে ব্যক্তি যে কোন রূপই ধারণ করুক না কেন; আমি তাহার সহিত বন্ধন কর্তন করিতে পারি না। অবশ্য সে নিজে যদি কর্তন করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। অন্যথা, আমার ধর্মত এই যে, আমার বন্ধুগণের মধ্য হইতে কেহ যদি মদ পান করিয়া বাজারে পড়িয়া থাকে এবং এমতাবস্থায় লোকজন তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান হয়, তবুও আমি যে কোন প্রকার তিরস্কার বা নিন্দার ভয় উপেক্ষা করিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইয়া আসিব। বন্ধুগণের দিক হইতে যতই অবাঞ্ছনীয় ঘটনার সৃষ্টি হউক না কেন উহাকে উপেক্ষা করিয়া চলা এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা উচিত।

(আল-হাকাম ২৪শে জুন ১৯০০ খৃঃ)

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

★

জুমআর খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)

সালানা জলসা উপলক্ষে আপনারা যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় আসিবার চেষ্টা করিবেন।

যথাসম্ভব শীঘ্র সালানা জলসার চাঁদা পাঠান প্রয়োজন যেন মেহমানদের জন্য থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

রাবওয়ার বন্ধুগণের কর্তব্য তাহারা যেন বেশী সংখ্যায় নিজেদের খেদমত ও গৃহ সালানা জলসার জন্য পেশ করেন।

সর্বপ্রথম ইহা বলা প্রয়োজন যে, উপর্যোপরি কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে সমস্ত জামাত বৎসরের প্রথমে সালানা জলসার চাঁদা দেয়, তাহারাই চাঁদা দিয়া থাকে এবং যাহারা বৎসরের প্রথমে না দেয় তাহাদের চাঁদা বকেয়া রহিয়া যায়। ইহার ফলে আমাদের বার্ষিক বাজেট ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং জামাতগুলির জিম্বায় দুই দুই বৎসরের চাঁদা বকেয়া হইয়া যায়। পরন্তু সালানা জলসার চাঁদা এমন এক পর্যায়ের চাঁদা যে বর্ষানুক্রমে আমাদের দেশে ইহা দেওয়ার প্রচলন হইয়া গিয়াছে।

সালানা জলসা সকলের একত্রে সমাবেশ হইবার উপলক্ষ। আমাদের দেশের লোকের অভ্যাস, একত্রে সমবেত হইলে সকলে কিছু না কিছু খরচ করে। যথা বিবাহ উপলক্ষে যখন সকলে জমা হয় তখন সকল আত্মীয় স্বজন উহাতে যোগদান করে এবং প্রত্যেকে কিছু না কিছু খরচ করে। মৃত্যু উপলক্ষে সকলে জমা হইলে সকল রেশতাদার উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকেই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে। কোন তুচ্ছ বিষয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ যখন কোন মেলা লাগে তখনও প্রত্যেক গ্রাম হইতে যাহারা ঐ মেলায় যোগদান করে, তাহারা সঙ্গে কিছু আটা অথবা অন্য কোন বস্তু লইয়া আসে এবং মেলার আয়োজনকারী ফকিরকে দান করে। এইরূপ দানের ব্যবস্থা সামাজিক না হইয়া ব্যক্তিগত হইয়া থাকে। সেখানে কাহাকেও খাবার দিবার বন্দোবস্ত না থাকিলেও মেলার আয়োজনকারী ফকিরের পর্ণ কুটীরের সম্মুখে লোকে আটা এবং অপরাপর বস্তু আনিয়া স্তুপ করিয়া দেয়। এই ভাবে বুজুর্গগণের উরুস হইয়া থাকে। উরুস ধর্মের তবলিগের কোন ব্যবস্থা নহে। ইহা কেবল পীর ভ্রাতাগণের একত্রে মিলিত হইবার উপলক্ষ স্বরূপ। সেখানেও লোকে বড় বড় কোরবাণী করিয়া থাকে এবং মুরিদগণ পীরকে কিছু না কিছু সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের সালানা জলসা উরুসের মত নহে, পরন্তু উহা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করিবার এক বিশেষ ব্যবস্থা। এই উপলক্ষে সমাগত সকল পুরুষ ও স্ত্রীগণকে খাবার দেওয়া হয় এবং সকলের থাকিবার বন্দোবস্ত করা হয়। যাহারা কোন উরুসে যায় তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, উরুসে যোগদানকারী ব্যক্তিগণকে ২৪ঘণ্টায় মাথা পিছু একটি করিয়া রুটী দেওয়া হয়।

বাকী প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিয়া লয়। কেহ বা বাজার হইতে খাবার সংগ্রহ করে অথবা অন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়া লয়; কিন্তু আমাদের জলসায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে রীতিমত খাইতে দেওয়া হয় এবং তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। উরুসের মধ্যে না আহারের কোন ব্যবস্থা থাকে, না কোন থাকিবার। কিন্তু তবুও লোক সেখানে যায়। অতএব আমাদের নির্দ্ধারিত চাঁদা এরূপ কোন বোঝাস্বরূপ নয় যাহা আনন্দের সহিত বহন না করা যায়। এখানে কেবল মাত্র সমাগত পুরুষগণকেই খাবার দেওয়া হয় না, পরন্তু তাহাদিগের স্ত্রী ছেলে মেয়ে ভাই বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজন সকলকেই খাবার দেওয়া হয়। এমন কি তাহার সহিত আগত গ্রামবাসীগণকে খাবার দেওয়া হয়। মোটকথা সকলেই চাঁদার দ্বারা উপকৃত হয় এবং যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা ইসলামের তবলিগের কাজে ব্যয়িত হয়। সুতরাং আমাদিগের সালানা জলসা সকল প্রকার উরুস এবং সমাবেশ হইতে পৃথক। ইহাতে অংশ গ্রহণ করা বড় পূণ্যের কাজ। সকল জমাতের কর্তব্য সালানা জলসার চাঁদা সংগ্রহে পূর্ণ প্রচেষ্টা করা। কারণ আমাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা এই যে, যে সকল জমাত সালানা জলসার পূর্বে চাঁদা দিয়া ফেলে তাহারাই চাঁদা দেয় এবং যাহারা তাহা না করে তাহাদের বকেয়াই পড়িয়া থাকে। শেষোক্তগণের কেহ কেহ নাজের বায়তুল মালের তাকিদ ও চিঠি-পত্র লিখা লিখির কারণে বছরের শেষে চাঁদা পরিশোধ করে এবং কোন কোন জমাতের জিম্মায় দুই দুই বৎসরের বকেয়া চলিতে থাকে। ইহা বিবেচনার বিষয় যে, আয়োজন করিতে টাকা খরচ হয়। সালানা জলসা উপলক্ষে সমাগত মেহমানগণকে খাবার দিতে হয়; তাহাদিগের থাকার বন্দোবস্ত করিতে হয়। আলো, পানি এবং স্বাস্থ্য পালনের ব্যবস্থা করিতে হয়। গৃহে অবস্থান কালীন জীবন ধারণের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা এখানে করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক আহ্‌মদী যেন একথা মনে রাখে যে, বাড়ীতে থাকিলেও তাহাকে খরচ করিতে হইত। তদনুযায়ী তিন দিনের থাকা খাওয়ার খরচ প্রত্যেকে আদায় করিয়া দিলে সালানা জলসার খরচ পুরা হইয়া যাইত। তাহারা যেন বিবেচনা করিয়া নিজে ও নিজেদের পরিবার পরিজনের জন্য গৃহে যাহা খরচ করে তাহা দিয়া দেয় এবং আরও ততজন মেহমান বাড়ীতে না থাকিয়া জলসায় আছে মনে করিয়া তাহাদের খরচও দিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাহারও বাড়ীতে সাতজন মানুষ থাকিলে সে জলসায় আসিবার কালীন পরিবারভুক্ত সাত জনের খরচ ছাড়াও সাত জন মেহমানের খরচ যেন আদায় করিয়া দেয় এবং ধরিয়া লয় যে, তাহারা তাহাদের নিজ গৃহে আসিয়াছে। এই ভাবে তিন দিনের জন্য চৌদ্দ জনের খরচ দিয়া যেন মনে করে যে, ইহাতে তাহার বাড়ীর খরচও চলিয়া গেল এবং তাহার মেহমানের খরচও পূরণ হইল। কোন কোন বন্ধু বলিতে পারেন যে এখানে আসিবার জন্য যে পাথেয় খরচ হয় উহা একটি অতিরিক্ত বোঝা। এ কথা সত্য; কিন্তু সারা বৎসরের মধ্যে কোন না কোন সফর তাহারা করিয়াই থাকে। ইহাকেও তোমরা একটি সফর বলিয়া মনে করিয়া লও। ভ্রমণ করিতে মানুষ রেল বা মোটর গাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তাহার জন্য

কিছু না কিছু ভাড়া দিতে হয়। এখানেও তাহারা রেল বা মোটর যোগে আসিয়া থাকে। সুতরাং ইহা একটি বাড়তি বোঝা কিরূপে হইল? মানুষ আত্মীয় স্বজনকেও দেখিতে যায়। এখানে সালানা জলসা উপলক্ষে সব বন্ধু বান্ধব একত্রে মিলিত হয়। আবার দেখা যায় এই উপলক্ষে এত বেশী নেকাহ অনুষ্ঠিত হয় যে, আমার মনে হয় অন্য কোন সময়ে এত নিকাহ্ অন্য কোন স্থানে এক বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় না। আমার স্মরণ আছে যখন আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল তখন কাদিয়ানের সালানা জলসা উপলক্ষে কখনও দুইশত কখনও আড়াই শত, আবার কখনও চারি শত নেকাহ পড়াইয়াছি; এতদ্বারা বন্ধুগণের বিবাহ উপলক্ষে আপন আপন গৃহে যে খরচ করিতে হইত তাহা বাঁচিয়া গেল। সুতরাং ভ্রমণ, বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ এবং বিবাহাদি কার্য সব একত্রে সম্পন্ন হইয়া যায়। অতএব এখানে আসিতে যদি কাহারও বেশীও খরচ হইয়া যায় তাহা হইলে কি আসে যায়? এই সঙ্গে তাহার আরও তিনটি কাজ সম্পন্ন হইয়া গেল, যাহা তাহাকে জলসায় না আসিলে করিতে হইত। কারণ নিকাহ উপলক্ষে সমস্ত আত্মীয় স্বজন একত্র হইয়া থাকে। সে কাজ এখানে বিনা পয়সায় হইয়া যায়। বিবাহ উপলক্ষে বাড়ীতে মেহমান আসিলে খানা খাওয়াইতে হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে মেহমান ও মেজমান উভয়েই লঙ্গর খানায় খাবার খাইয়া থাকে। সুতরাং যদিও একদিকে খরচ বাড়ে তবুও অন্য দিকে তিন চারিটি কাজ বিনা খরচে হইয়া যায়। অতএব আমি প্রথমে বন্ধুগণের মনোযোগ সালানা জলসার চাঁদা আদায়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছি, যেন জলসায় সমাগত মেহমানদের জন্য পূর্ব হইতেই আয়োজন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সালানা জলসার চাঁদা বৎসরের গোড়াতেই দেওয়া উচিত। কারণ শস্যাদি যথা সময়ে ক্রয় করিলে যথা সম্ভব কম খরচ পড়ে। জামাতের কর্তব্য যেন তাহারা যথা সময়ে চাঁদা আদায় করে। তাহা হইলে কর্মচারীগণ সুষ্ঠুভাবে দ্রব্য সম্ভার খরিদ করিতে পারিবে।

আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, রাবওয়াবাসীগণ সালানা জলসায় আগমনকারী মেহমানদের জন্য যেন বেশী বেশী বাড়ী খালি করিয়া দেয়। খোদার ফজলে যদিও এখন অনেক ঘর বাড়ী হইয়াছে; কিন্তু সালানা জলসায় আগমনকারী লোকের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে। আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, কিছু কাল হইতে স্ত্রীলোকগণের তরফ হইতে থাকিবার জন্য পৃথক আয়োজনের দাবী উঠিয়াছে। প্রথমে তাহাদের দিক হইতে আপন পুরুষগণের সহিত একত্রবাসের আলগা দাবী জানান হইত। দুই বৎসর হইতে লাজনা আমাউল্লার ব্যবস্থার তরফ হইতে জানান হইতেছে যে, আমরা আপন পুরুষগণের সহিত পৃথক ঘর চাহি না। পুরুষগণ আমাদিগকে বাড়ীতে বসাইয়া নিজেরা জলসায় চলিয়া যায় এবং আমরা জলসা শুনা হইতে বঞ্চিত হই। সুতরাং আমরা স্ত্রী লোকগণের সহিত থাকিব। পুরুষগণের সহিত থাকিব না। কাদিয়ানে স্ত্রীলোকগণ আপন পুরুষগণের সহিত থাকিবার জন্য অনুযোগ করিত; কিন্তু এখানে এই দাবী জোরদার হইয়া উঠিতেছে যেন তাহাদিগকে স্ত্রীলোকগণের সহিত থাকিতে দেওয়া হয়; কিন্তু যেহেতু জলসায় আগমনকারী মেহমানদিগের সংখ্যা পূর্ব

পূর্ব বৎসর হইতে বাড়িয়াই চলিয়াছে, তজ্জন্য এই নূতন দাবী সত্বেও আমাদিগের যথেষ্ট ঘর বাড়ীর প্রয়োজন। অতএব রাবওয়াবাসীগণের কর্তব্য যেন তাহারা আপন আপন গৃহের বেশীর ভাগ অংশ সালানা জলসার কর্মচারীগণের নিকট সোপর্দ করে, যাহাতে তাহারা পৃথক বাস করিবার জন্য যাহারা গৃহের দাবী করে তাহাদের দাবী মিঠাইতে পারে। এখন আমাদিগের নিকট মেহমানদিগকে রাখিবার জন্য যথেষ্ট পাকা বাড়ী রহিয়াছে। সিলসিলার নিজ পাকা বাড়ী, স্কুল, কলেজ গৃহ এবং লঙ্গর খানা ও মসজিদ সমূহ রহিয়াছে। এগুলিতে পুরুষদিগের থাকার বন্দোবস্ত হয়। স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার জন্য লাজনার হল রহিয়াছে এবং মেয়েদের স্কুল ও কলেজ গৃহ রহিয়াছে। উপস্থিত সেখানে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইয়া যায়; কিন্তু যখন আগমনকারীদের সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে তখন উপস্থিত দালান বাড়ীগুলিতে স্থান সঙ্কুলান হইবে না। পরন্তু আমাদিগকে পাকা ব্যারাক বানাইতে হইবে। যাহা হউক সেই দিন না আসা পর্যন্ত একদিকে রাবওয়া ওয়ালাগণের নিজ নিজ ঘর বাড়ী জলসার জন্য দেওয়া কর্তব্য এবং অন্য দিকে নিজ নিজ খেদমত পেশ করা কর্তব্য, যাহাতে জলসায় সমাগত ব্যক্তিগণের কোন কষ্ট না হয়। বাহিরের জমাতগুলির কর্তব্য তাহারা যেন সালানা জলসার চাঁদা যথা সম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া দেয় এবং সালানা জলসায় যোগদান করিবার জন্য প্রথম হইতে প্রস্তুতি করা যায়। তাহাদিগের মধ্যে যে সমস্ত গয়ের আহ্‌মদী দোস্ত উপকৃত হইবে বলিয়া তাহারা মনে করে তাহাদিগকেও যেন তাহারা জলসায় আনিবার জন্য চেষ্টা করে। আমি প্রায়ই দেখিয়াছি যাহারা জলসা সালানায় আসে তাহাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যাহারা জলসার ফল লাভ করে না। প্রায় লোক বায়াত করিয়া যায়। অতএব এই উপলক্ষকে ফলপ্রসু করিবার জন্য আপনারা গয়ের আহ্‌মদী শ্রোতা সঙ্গে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিবেন। জলসা শুনিবার আগ্রহ যেমন আহ্‌মদীদের থাকে তেমন আগ্রহ তাহাদের থাকে না সত্য কিন্তু মেলা দেখিবার আগ্রহ তাহাদের নিশ্চয়ই থাকে। এই হিসাবে তাহাদিগকে বলিবেন, "চল মেলাই দেখিয়া আসিবে।" যদি তাহারা মেলা দেখিবার নামেও এখানে আসে এবং এখানে আসিয়া তাহারা খোদা ও তাহার রসুলকে লাভ করে তাহা হইলে আপনাদের ক্ষতি কি? ইহা অত্যন্ত ভাল কথা। আবার এমনও ঘটিয়া থাকে যে, যখন কোন আহ্‌মদী জলসা হইতে গৃহে ফিরিয়া আপন মজলিসে ধর্মের কি কি কথা এবার জলসায় শুনিয়া আসিয়াছে বর্ণনা করে তখন গয়ের আহ্‌মদী শ্রোতাগণও তাহা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া পরবর্তী বৎসর জলসায় যাইবার আগ্রহ দেখায়। কারণ গয়র আহ্‌মদীদের মধ্যেও ইমান রহিয়াছে। কিন্তু বৎসর শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহাদের উৎসাহ শেষ হইয়া যায়। সেই জন্য বন্ধুগণ এখন হইতে সকলে নিজ নিজ বন্ধুগণকে জলসায় যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং বলুন সেখানে যাইয়া যেন তাহারা কিছু খোদার কথা শুনিয়া আসে এবং যদি উহা ভাল না লাগে অন্তত মেলা দেখিয়াই আসিবে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যেই আসিতে সম্মত হউক না কেন সেই উদ্দেশ্যেই আনিতে চেষ্টা করুন। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "কবিতা ও কবির

সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমার কথা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে।" অনেকে কবিতা পছন্দ করিয়া থাকেন সুতরাং তাহারা ধর্মের কথা যদি কবিতাতেই শুনিয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? আবার যদি কোন গয়র আহ্‌মদী বন্ধু এখানে মেলা দেখিতে আসিয়া খোদা ও তাহার রসুলের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায় তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? তাই এখন হইতে আপনারা আপন আপন গয়র আহ্‌মদী বন্ধুগণকে জলসা উপলক্ষে এখানে আনিবার জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিন। হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) সালানা জলসায় যোগদানের উপর খুব গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি একদা এক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন। উহা এই, "কে বলিতে পারে আগামী বৎসর আমাকে দেখিবার তাহাদিগের সুযোগ ঘটিবে কিনা! তাহারা এবার আসিলে অন্ততঃ আমাকে দেখিয়া যাইবে।" আমাদিগের জমাতে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহাদের হৃদয়ে এই কথাগুলি এরূপ দাগ কাটিয়াছিল যে, সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত বিনা ব্যতিক্রমে তাহারা প্রত্যেক সালানা জলসায় যোগদান করিয়া আসিতেছে। ১৮৯২ সালে প্রথম সালানা জলসার অধিবেশন হয়। এখন ১৯৫৬ সাল। আজ ৬৪ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কতগুলি লোক এমন আছে যাহারা উপর্যুপরি সালানা জলসায় যোগদান করিয়া আসিতেছে। গতকল্য হারসিয়ালের অধিবাসী মিয়া ফজল মাহ্‌মুদ সাহেব এন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৫ ইসাব্দে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর হাতে বয়েত করিয়াছিলেন: সে আজ ৬১ বৎসর আগের কথা। তিনি এই ৬১ বৎসর ধরিয়া প্রত্যেকটি সালানা জলসা দেখিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র বলিয়াছে, "ওয়ালেদ সাহেব বলিতেন, আমি যখন বয়েত করি তাহারই নিকটবর্তী সময়ে আমি এক স্বপ্ন দেখি যাহাতে আমার বয়স ৪৫ বৎসর বলিয়া যেন কেহ নির্দেশ করিতেছে। আমি হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর নিকট যাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, হুজুর বয়েত করার পর আমার ধারনা ছিল যে, হুজুরের এলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহ্‌মদীয়াতের বহু উন্নতি দর্শন করিব; কিন্তু আমাকে স্বপ্নে বলা হইয়াছে যে, আমার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর।' তখন হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) বলিলেন, 'বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। আল্লাহ্‌তালার পন্থা পৃথক হইয়া থাকে। তিনি ৪৫কে ৯০ করিয়া দিতে পারেন।" তদনুযায়ী গতকাল মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স পুরা ৯০ বৎসর হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে ধাপে ধাপে আহ্‌মদীয়াতের যত উন্নতি হইয়াছে, তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন এবং ৬১টি জলসা দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল। তাঁহার চারিটি পুত্র ধর্মের সেবায় নিযুক্ত আছেন। একজন কাদিয়ানে দরবেশ হিসাবে অবস্থান করিতেছেন, দ্বিতীয় জন আফ্রিকার মুবাল্লেগ, তৃতীয়জন এখানে মুবাল্লেগ হিসাবে কাজ করিতেছেন এবং তাঁহার চতুর্থ পুত্র মুবাল্লেগ না হইলেও রাবওয়ায় আসিয়াছেন এবং এখানেই তিনি কাজ কর্ম করিতেছেন। তিনি প্রথমে কাদিয়ানে কাজ করিতেন। যে ব্যক্তি কেন্দ্রে বাস করে এবং সেখানেই সে উন্নতি করে সেও এক হিসাবে নিজ ধর্মের খেদমত করে। মিয়া ফজল মাহ্‌মুদ সাহেব (রাঃ)-এর

এক কন্যার বিবাহ এক ওয়াকফে জিন্দিগীর সহিত হইয়াছে, বাকী জনের কথা আমার জানা নাই। যাহা হউক তিনি এক সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত আল্লাহ্-তা'লার নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। যখন ৪৫ বৎসরের পর তিনি ৪৬ বৎসরে পদার্পন করেন তখন তিনি নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন, "আমি খোদাতা'লার এক নিদর্শন দেখিয়া লইলাম। ৪৫ বৎসর বয়সে আমার মরিবার কথা ছিল; কিন্তু যে এক বৎসরের আমি বর্দ্ধিত আয়ু পাইলাম উহা হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটিল।" যখন তাঁহার বয়স ৪৭ বৎসর পার হইয়া গেল তখন তিনি নিশ্চয় বলিয়াছিলেন, "আমি খোদাতা'লার আর এক নিশান দেখিলাম। ৪৫ বৎসর বয়সে আমার মৃত্যু ছিল; কিন্তু উহার উপর যে দুই বৎসরের আয়ু বৃদ্ধি হইল, তাহা হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কল্যাণে হইয়াছে।" যখন ৪৮ বৎসর বয়সও পার হইয়া গেল তখন নিশ্চয় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি খোদা-তা'লার আর এক নিদর্শন দেখিলাম। ৪৫ বৎসর বয়সে আমার মৃত্যুর কথা ছিল। আমার তিন বৎসরের আয়ু বৃদ্ধি হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটিয়াছে।" ফলতঃ ৪৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি বরাবর খোদা-তালার নিদর্শন দেখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক বৎসর সালানা জলসায় ক্রমঃ বর্দ্ধিত সংখ্যায় আহ্‌মদীগণকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার ইমানও বাড়িয়াছিল সুতরাং সালানা জলসার মর্যাদা খুব বেশী। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) লিখিয়াছেন, "এই জলসাকে সাধারণ জলসা বলিয়া ভাবিও না। ইহা এমন এক বিষয় যাহা আল্লাহ্‌র সাহায্যে ও ইসলামের বাণীর মহিমা ঘোষণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহার বুনিয়াদী ইঁট খোদা নিজের হাতে রাখিয়াছেন এবং ইহার জন্য এমন সব জাতি উদ্ভূত করিয়াছেন যাহারা শীঘ্র আসিয়া মিলিত হইবে। কারণ ইহা সেই সর্বশক্তিমানের কাজ যাঁহার কাছে কিছুই অসম্ভব নহে।" (১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের ইস্তাহার দ্রষ্টব্য।) সুতরাং এই জলসায় যোগদান করা মহা পুণ্যের কাজ। যাহারা বিশ্বাসী তাহারা ছোট ছোট পুণ্যের সুযোগ হারায় না। জলসা সালানায় যোগদান করিলে এক দিকে ধর্মের কথা শুনিতে পাইবে এবং অন্য দিকে বহু আহ্‌মদী ভাইদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। ইহা আল্লাহ্-তা'লার কত বড় ফজল যে সালানা জলসা উপলক্ষে রাবওয়া আসার ফলে বন্ধুগণের অনেক প্রকারের কাজ সুসম্পন্ন হইয়া যায়। সুতরাং সকলের কর্তব্য যেন এখন হইতে সকলে সালানা জলসায় আসিবার প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া দেয়। নিজেদের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে যে সকল গয়র আহ্‌মদীগণকে আপনারা সঙ্গে আনিতে চাহেন তাহাদিগকেও এই বিষয়ে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করুন। উত্তরে যদি কেহ বলে যে, সে আহ্‌মদী নহে তাহা হইলে তাহাকে বলুন যে, জলসা না শুনিলেও মেলা দেখিতে পারিবে। যদি আপনারা তাহাদিগকে মেলা দেখিবার জন্য সঙ্গে আনেন এবং এখানে আসিয়া খোদা ও তাঁহার রসুলের সহিত তাহাদিগের মৈত্রী স্থাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনাদের কত আনন্দ হইবে? হাফেজ রওশন আলী সাহেব (রাঃ) মরহুম প্রায়ই বলিতেন, "একবার সালানা জলসার সময় মসজিদে মোবারকের সামনে চকে

দেখিলাম যে একদল লোক লঙ্গরখানার দিক হইতে আসিতেছে এবং আর এক দল হাই-স্কুলের দিক হইতে আসিতেছে। দুই দল যখন চকে আসিয়া পৌঁছিল, তখন একদল আর এক দলকে দেখিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। এই ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর একদল অপর দলের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল এবং ইহার পর কাঁদিতে লাগিল। আমি এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম এবং তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন একদল উত্তর দিল, 'আমরা জিলা গুজরাটের অধিবাসী। অপর পক্ষও আমাদের গ্রামের অধিবাসী। তাহারা প্রথমে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করে এবং আমরা পরে গ্রহণ করি। যখন তাহারা আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করে তখন আমরা শক্তিশালী ছিলাম। আমরা তাহাদের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলাম এবং গ্রাম হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলাম। ফলে তাহারা অন্যত্র গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আজ ১৫ বৎসর পর এই স্থানে এখন তাহাদের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইল। আমরাও এখন আহ্‌মদী হইয়াছি। এই জন্য তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই যে, আমরা তাহাদিগকে নিজ গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলাম, কিন্তু আমরাও আজ আহ্‌মদী এবং এই স্থানের আশিস গ্রহণ করিতে আসিয়াছি যেখানকার আশিস তাহারা লাভ করিয়াছে'।"

চিন্তা করিয়া দেখ তাহারা আপন আত্মীয় স্বজনকে ১৫ বৎসর দেখে নাই। কিন্তু কাদিয়ানে আসিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ মিলিল। এইভাবে আপনারাও যদি গয়ের আহ্‌মদী বন্ধুগণকে সঙ্গে আনেন, হইতে পারে আল্লাহ্-তা'লা তাহাদের হৃদয়ে ভালবাসার উদ্ভব করিয়া দিতে পারেন। তাহাদের শূন্য হৃদয়ে ভালবাসা সৃষ্টি করার কাজ আল্লাহ্-তা'লার। যখন তিনি কোন মানুষের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি করেন তখন মানুষ অবাক হইয়া যায়। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যখন হোনায়েনে যুদ্ধের অভিযান করেন তখন তাঁহার সঙ্গে মক্কার নও-মুসলীমগণও সামিল ছিলেন। তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাহারাও আপন সৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিবেন এবং আরববাসীগণের উপর নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহাদের মধ্যে শায়বা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'আমিও এই যুদ্ধে শামিল ছিলাম; কিন্তু আমার নিয়ত ছিল উভয় পক্ষ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হইবে তখন সুযোগ বুঝিয়া আমি রসুল করীম (সাঃ)-কে হত্যা করিব। যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিল এবং দুই পক্ষ পরস্পরের উপর ঝাপাইয়া পড়িল তখন আমি তরবারী বাহির করিয়া রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিকটবর্তী হইতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার এরূপ বোধ হইতে লাগিল যেন আমার এবং তাঁহার মধ্যবর্তীস্থানে এক অগ্নি শিখা জ্বলিয়া উঠিতে দেখিলাম। উহা যেন আমাকে ভস্মীভূত করিতে আসিতেছে। তখন আমি মোহাম্মাদ রসুল (সাঃ)-এর ডাক শুনিলাম। তিনি বলিতেছেন, 'শায়বা! আমার নিকটে এস।' আমি যখন তাঁহার নিকটবর্তী হইলাম, তখন তিনি আমার

বক্ষ প্রদেশে হস্ত বুলাইয়া বলিলেন, 'হে খোদা! শায়বাকে তুমি শয়তানী খেয়াল হইতে নাজাত দাও'।" শায়বা বলিয়াছেন, "রসুল করীম (সাঃ) আমার বুকে হাত ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তর হইতে দুশমনী এবং বিরুদ্ধাচরণের ভাব দূরীভূত হইয়া গেল এবং আমার দেহের পরতে পরতে তাঁহার প্রতি ভালবাসা অনুপ্রবেশ করিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, 'শায়বা! অগ্রসর হও এবং যুদ্ধ কর।' তখন আমি অগ্রসর হইলাম এবং আমার অন্তর তখন একটি মাত্র চিন্তাতেই ভরিয়া গেল যে, আমার নিজের জীবন দান করিয়া রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবন রক্ষা করিব। তখন যদি আমার পিতাও জীবিত থাকিতেন এবং আমার সম্মুখে পড়িতেন তাহা হইলে খোদার কসম আমি আমার তরবারী দ্বারা তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না।" এই প্রকারের দৃশ্য কেন্দ্রে আসিলে দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। আমি দেখিয়াছি অনেকের মধ্যে আপসে ভীষণ শত্রুতা ছিল। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহাদের অন্তর হইতে বিদ্বেষ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে এবং শত্রুতার স্থলে তাহাদের হৃদয় ভ্রাতৃ স্নেহে ভরিয়া গিয়াছে। সুতরাং আপনারা সালানা জলসায় আসিবার চেষ্টা করুন এবং সঙ্গে গয়ের আহ্‌মদী বন্ধুগণকেও আনিতে সচেষ্ট হউন। আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, যাহারা এখানে আসে তাহাদের মধ্যে খোদার ফজলে অনেকে আহ্‌মদী হইয়া যায়। সুতরাং আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মধ্যে খুব বেশী করিয়া এ বিষয়ে উৎসাহ দান করা উচিত এবং তাহাদিগকে এখানে আনা কর্তব্য। হইতে পারে খোদা-তা'লা এই উপলক্ষকেই তাহাদিগের হেদায়েতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্-তা'লার পন্থা পৃথক হইয়া থাকে। তিনি যে ভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। হইতে পারে চেষ্টা করিয়া আপনি যাহাকে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করাইতে পারেন নাই সে এখানে আসিয়া আহ্‌মদীয়াত কবুল করিতে পারে। একদা এক আহ্‌মদী যুবক আমার নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "আমি আমার এক বন্ধুকে জলসায় আনি। প্রথমে সে তীব্র বিরোধিতা করিত। সে এখানে আসিল, জলসা শুনিল এবং ফিরিয়া গেল। কিন্তু সে বয়েত করিল না। দ্বিতীয় বৎসর যখন জলসার সময় আসিল, আমি তাহাকে বলিলাম, 'জলসায় চল, ভাড়া আমি দিব।' সে বলিল, 'আমি নিজের ভাড়াতেই যাইব। সেখানে খোদা-তা'লার কথাবার্তা হয়। উহা শুনিবার জন্য নিজের খরচে যাইব। তোমার খরচে যাইব না'।" মোট কথা আল্লাহ্-তা'লা এইভাবে উভয়কে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া দিলেন। আমি দেখিয়াছি, অনেকে উপর্যুপরি পাঁচ বৎসর ধরিয়া জলসায় আসিতেছে; কিন্তু বয়েত করে নাই; কিন্তু তাহারপর যখন আসিল তখন বয়েত করিয়া ফেলিল। আবার অনেকে প্রথম বৎসরে আসিয়াই বয়েত করিয়া যায়। আমার স্মরণ আছে মনসুরীর এক বন্ধু ছিল, তাহার নাম সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব। তিনি যখন বয়েত করিতে আসেন তাহার পূর্বেই তাঁহার ভাই সৈয়দ আবদুল মজিদ সাহেব

আহ্‌মদী হইয়াছিলেন। সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের পুত্র সৈয়দ ফজলুর রহমান একজন খাঁটী আহ্‌মদী। তিনি সিন্ধে থাকেন। তিনি হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি আউয়াল (রাজিঃ)-এর মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম সালানা জলসায় আসেন। বয়েতের জন্য হাত বাড়াইয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার ভ্রাতা বলিলেন, "ইনি ঘোর বিরুদ্ধাচরণকারী ছিলেন এবং আহ্‌মদীয়াতের জন্য আমার সঙ্গে কথা বলাও তিনি পছন্দ করিতেন না। তাহারপর তাহার মধ্যে এমন পরিবর্তন আসে যে, তিনি আহ্‌মদীয়াতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং এখন তিনি বয়েত করিতে চান।" মোট কথা তিনি এখানে আসিলেন ও বয়েত করিলেন। যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি আহ্‌মদীয়াতের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বংশধরগণ আহ্‌মদীয়াতের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত। অতএব আপনারা এই সুযোগকে হাতছাড়া করিবেন না। ইহার দ্বারা যথা-সম্ভব লাভবান হওয়া উচিত। আল্লাহ্-তা'লার নিকট দোয়া করি যেন তিনি বন্ধুগণকে পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণ বেশী সংখ্যায় জলসায় আসিবার সৌভাগ্য দান করেন এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী আন্তরিকতার সহিত আসিবার সৌভাগ্য দেন। অধিকন্তু তাহারা স্বয়ং, তাঁহাদিগের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি যেন নিজেদের মধ্যে এমন ইমান সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন যে, উহা যেন পাহাড় হইতেও বেশী উচ্চ হয় এবং দুনিয়ার কোন ভালবাসা ও সম্বন্ধ যেন সেই ভালবাসা ও সম্বন্ধের মোকাবেলায় খাড়া হইতে না পারে। আমীন।

★

হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)-এর স্মৃতির স্মরণে

মূল : এ, আর, খান বাঙালী

অনুবাদ : রফিউদ্দিন আহ্‌মদ (সেলিম)

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কোন মহানায়কের জীবন কাহিনী লিপিবদ্ধ করা বড়ই কষ্টকর; বিশেষতঃ সেই মহানায়কের মহান স্মৃতিগুলো লেখকের মনকে যখন ভাবাবেগে ব্যাকুল করে তোলে। তাই যখনই হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ) সাহেবের প্রতি সেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্মৃতি এবং তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে দু'একটা কথা লিখতে যাই তখন

আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি ; আমার মন আবেগ-পূর্ণ হয়ে যায়, ফলে আমি সেই স্মৃতিগুলোকে জড়ো করে লেখার অবকাশ আর পাই না। পরম্পর শ্রদ্ধা, বিস্ময়, আনন্দ আর ভালোবাসার উদ্রেক করা তাঁর সেই দীর্ঘ মহামান্বিত সৌম্য মূর্ত্তি ; শান্ত স্নিগ্ধতার প্রতীক সেই বিরাট পাগড়ী শোভিত ও দীর্ঘ সফেদ দাড়ী সম্বলিত সৌম্য সুন্দর মুখমণ্ডল চাঁদের মত শোভা বিস্তার করে মনে পবিত্র আবেগ ও চিন্তার উদ্রেক করত। তাঁর দয়াময় ও স্নেহপূর্ণ উপদেশাবলী চিন্তার লাঘব করত। তাঁর ধীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। এসব স্মৃতি মনের দূয়ারে দোলা দিয়ে মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলত। যাক, আলোচ্য প্রবন্ধে আমি এই মহামান্বিত ব্যক্তি সম্পর্কে দু'একটা কথা সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করব।

সংক্ষেপে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় এক বাক্যে প্রকাশ করলে বলা যায়, "তাঁর বাইরের যে মূর্ত্তি তা ছিল তাঁর আত্মিক গুণাবলীরই বহিঃ-প্রকাশ।" যে কেহ অতি সহজেই তাঁর আত্মিক পবিত্রতা ও খোদা-প্রেম, তাঁর বাইরের মূর্ত্তির মধ্যে খুঁজে পেত। তিনি ছিলেন স্নেহ, ভালো-বাসা, মমতা-সহানুভূতি, দান-দাক্ষিণ্য, ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতা, মাহাত্ম্য ও মিতাচারি মন্যেতা এবং শৃঙ্খলাবোধ—ইত্যাদি গুণের মূর্ত্ত প্রতীক।

একদিকে আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও মসিহ মাউদ (আঃ)-এর প্রতি অসীম ভালোবাসা এবং অন্য দিকে খোদার সৃষ্ট জীবের প্রতি মমতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর লিখিত একটি পুস্তকের মমতাপূর্ণ নাম ھما را خدا (আমাদের খোদা) আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার সাক্ষ্য বহন করে। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এক বিবৃতি দেন। এর প্রতি উত্তরে তিনি যে বিবৃতি দান করেন তাতে আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাস এবং আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্যকে প্রচার করার ব্যাপারে তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির কথাই প্রমাণ করে। রুশ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া মাত্র তিনি ওটার প্রতি উত্তর লিখে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। এতে তিনি হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর এক বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার দিকে রুশ প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতে জগতের এক বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যা' থেকে রুশিয়ার "জার সম্রাটও বাদ যাওয়ার কথা ছিলনা—

ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল ঃ

”زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی
با حال زار“

'এমনকি জার সম্রাটকেও বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।'

জার সম্রাট যখন সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে তখন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হয়েছিল। এরূপ কথা তখন কল্পনা করাও অসম্ভব মনে হত। একই প্রবন্ধে তিনি প্রধান মন্ত্রীকে তার স্বদেশ সম্পর্কিত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর আরো একটা মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি এই—

"زار روس کا عصا تجھے دیا گیا"

'জার সম্রাটের রাজদণ্ড তোমাকে দেওয়া হয়েছে।'

যে ক্ষিপ্রতা ও আগ্রহের সাথে তিনি উক্ত প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা'তে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সম্মান ও মাহাত্ম্যের প্রতি তিনি কতটুকু সদাজাগ্রত ছিলেন।

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর এত গভীর ভালবাসা ছিল যে, আঁ-হযরতের নাম উল্লেখ করার সাথে সাধারণ ভাবে "তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক" বলা ছাড়াও "আমার জীবন তাঁর জন্যে উৎসর্গ হোক" বলতে কখনো ভুল করতেন না। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সম্মান ও জ্ঞান গৌরবকে প্রচার করার উদ্দেশ্যে লিখিত মূল্যবান পুস্তক "সিরাতে খাতামান নাবীঈন" রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার কথাই ব্যক্ত করে। পবিত্র কোরআনের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই প্রতি কথা, কাজে ও লেখায় তিনি ইহার 'আয়েত' উচ্চারণ করতেন; এবং ইহার অনুবাদ ও আলোচনায় তিনি তাঁর সময়ের মূল্যবান অংশ ব্যয় করতেন। কোরআনের বিরোধী অর্থ নৈতিক ভিত্তিক 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার' (যা পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক নেতারা চেয়েছিলেন) সমালোচনা করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, কোরআনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কত গভীর।

"সিরাতুল মাহদী" (প্রতিশ্রুত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর চারিত্রিক জীবন) নামক তাঁর লিখিত পুস্তক এবং মসিহ মাউদের প্রশংসায় তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা 'সিরাতে তৈয়েবা', 'তুররে মনসুর', 'তুররে মাকনুন' এবং 'আয়নায়ে জামাল' প্রভৃতি মসিহ মাউদের প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসার কথা স্মরণ করানো ছাড়াও এই মহান ব্যক্তিত্বের সাধারণ এবং নিত্তনৈমত্তিক জীবন ধারার মাঝেও যে কত সুধা লুকায়িত ছিল সে দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টির কথা প্রমাণ করে।

মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর পর-সূরীদের প্রতিও তাঁর ছিল গভীর আনুগত্য। তাঁর কথায় ও কাজে তিনি তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি গভীর আনুগত্য পোষণ করতেন এবং প্রায় সভা সমিতিতেই তিনি তাঁদের জ্ঞান ও ধার্ম্মিকতা সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করতেন। এসব ঘটনাপুঞ্জী মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর পর-সূরীদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছাড়াও, আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতিও তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মসিহ মাউদ (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র এবং বর্তমান জামাত প্রধানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হওয়া সত্বেও তিনি কখনো বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধার দাবী করতেন না। তাঁর সারা জীবনের আচার ব্যবহার একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি নিজেকে একজন 'সাধারণ আহমদী' ছাড়া আর কিছুই মনে করতেন না।

'আন্‌সার' (জামাতের বৃদ্ধকর্ম্মীগণ) ও 'খোদ্দামদিগের' (জামাতের যুবককর্ম্মীগণ) বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা সমূহ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের

আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির প্রতি তাঁর কতটুকু প্রখর দৃষ্টি ছিল।

বিবাহ, উদ্বোধনী উৎসব, শোভাযাত্রা, প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি গভীর আগ্রহের সাথে যোগদান করতেন। ঐ সব অনুষ্ঠানে রোগাক্লিষ্ট লোকদের, বিশেষতঃ কাদিয়ানের দরবেশদের জন্য, তাঁর দোয়ার আবেদন সাধারণ লোকদের প্রতি তাঁর গভীর মমতা বোধের কথা প্রমাণ করে।

রাবওয়াস্থিত তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত তাঁর উৎসাহ ব্যঞ্জক উপদেশাবলী তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জমাতের যুবকদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। গরীব ছাত্রদিগকে সাহায্য করার নিমিত্ত তিনি আকুল চিত্তে আহ্বান জানাইতেন।

তাঁর হৃদয়ের কন্দরে বাঙালীদের জন্য যে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল একথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। 'মজলিশে শূরা'র (পরামর্শদানকারী পরিষদ) শেষ অধিবেশনে তিনি বাঙ্গালীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

هم تو چاهتے هیں که آپ آگے آئیں اور بڑھیں -

('আমরা তো ইহাই চাহি যে, আপনারা এগিয়ে আসুন এবং আপনাদের দাবী দাওয়া পেশ করুন।') ইহা ছাড়াও তিনি প্রতি বছর দশজন বাঙ্গালী ছাত্রের সদর দফতরে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং সেক্রেটারীদিগকে বছরে কমপক্ষে দু'বার বাংলা ঘুরে আসার নির্দেশ দান করেন। বাঙ্গালীদের প্রতি তাঁর অসীম মমতা বোধ ছিল। তাই যখনই কোন বাঙ্গালীর সাথে তাঁর দেখা হ'ত তিনি মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী "بنگالیوں کی دلجمعی کی جائے گی" ('বাঙ্গালীরা শান্তি পাবে') দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জানাতেন।

নিগরান বোর্ড (তদারককারী কমিটি)-এর সভাপতি হিসেবে তিনি ধনী-নির্ধন সবার প্রতিই সূক্ষ্মতম দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। জনসাধারণ প্রায়ই তাদের দুঃখ কষ্টে তাঁর দুয়ারে হাজির হত। কোন বৈবাহিক সম্পর্কিত ব্যাপারে আমাকে তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল, ফলে আমি তাঁর কয়েকটি মহৎ গুণের পরিচয় লাভে ধন্য হই। এই ব্যাপারে আমি তাঁর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় অবাক হয়ে যাই। কোন মানুষের দোষত্রুটি অনুসন্ধানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য। কোন কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে এটাকে ভালোভাবে যাচাই করা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই বলে তিনি নিজের সিদ্ধান্তকে কিছুতেই অপরের ঘাড়ে চাপাতে চাইতেন না। এমনকি যখন কোন লোক ঐ ব্যাপারে তাকে একমাত্র শালিশ নিযুক্ত করতো, তিনি কখনো নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথবা তাঁর প্রতি লোকের শ্রদ্ধার প্রশ্রয় নিয়া তাদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি আনন্দ চিত্তে উপদেশ বা পরামর্শ দিতেন; কিন্তু তাই বলে এটা চাইতেন না যে, এ মানতেই হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর মহা প্রয়াণে জামাত একজন সত্যিকারের আন্তরিক শুভাকাঙ্খী, অসময়ের বন্ধু, বিপদে সান্ত্বনাদানকারী ও বুদ্ধিমান পরামর্শদাতাকারীকে হারাইল। কোন বিপদ বা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হলেই আমার স্ত্রী আগ্রহের সাথে বলতো "চলুন, আমরা আম্মু সাহেবের কাছে গিয়ে আমাদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলি এবং তাঁর দোয়া চাই।" এরূপ অনেকেই করত। তাঁর মাঝে এবং তাঁর দোয়ার মাঝে তারা সবাই শান্তি এবং স্বস্থির আশ্রয় খুঁজে পেত। কিন্তু হায়! তারা এই আশ্রয় স্থলকে হারিয়ে ফেলেছে। আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে স্বর্গে উচ্চস্থান দান করুন এবং মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর শিষ্যদের মধ্য থেকে এমন অসংখ্য শান্তি দাতা আবির্ভূত করুন। আল্লাহ্ যেন আমাদের বর্তমান নেতার স্বাস্থ্যকে শীঘ্রই ভালো করে তোলেন এবং তাঁকে দীর্ঘজীবী করেন; তিনি যেন পূর্বের ন্যায় তাঁর শিষ্যদের সামনে এসে হাজির হতে পারেন এবং তাদের বিজয় কেতনকে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দিতে সমর্থ হন। আমীন।

যতদূর আমি জানি, তাঁর প্রথম জীবন ছিল নিঃসঙ্গ এবং তিনি কখনো পুরোভাগে আসতেন না। যদিও তিনি বেশ কয়েকবার সদর দপ্তরের আমীর পদে অভিষিক্ত হয়েছেন; কিন্তু কখনো তাঁকে মঞ্চ থেকে বক্তৃতা করতে দেখা যায়নি। ১৯৫৫ অথবা ১৯৫৬ সালের কোন এক সময় তদানন্তীন বাংলার প্রাদেশিক আমীর পরলোকগত জনাব খাঁন বাহাদুর আবুল হাসেম খাঁন চৌধুরী আমাদের বর্ত্তমান নেতা হযরত আমীরুল মোমেনীনকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন হযরত মীর্যা বশীর আহ্মদ (রাঃ)-কে বাংলার বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য প্রেরণ করেন। জবাবে হযরত আমীরুল মোমেনীন মন্তব্য করেন, "তিনি কখনো কোন সভায় বক্তৃতা করেন নাই।" অবশেষে খাঁন বাহাদুর সাহেবের পুনঃ অনুরোধ পরলোকগত হযরত মীর্যা শরীফ আহ্মদ (রাঃ)-কে সভায় অংশগ্রহণের জন্য পাঠানো হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির এবং কম কথার লোক ছিলেন। কিন্তু হযরত আমীরুল মোমেনীনের দীর্ঘ অসুস্থতা জনিত অসুবিধার জন্য তাঁকে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে গণজীবনে প্রবেশ করতে হয়। কাজে যোগ দিয়ে তিনি সুদক্ষ ও সাহসী সেনাপতির ন্যায় তাঁর কার্য্য সমাধা করেন।

গম্ভীর প্রকৃতির হলেও তিনি একেবারে নিরসিক ছিলেন না। আমার স্ত্রীর বর্ণনামতে যখনই তাঁর সাথে আমার স্ত্রীর দেখা করার সৌভাগ্য হয়েছে, তিনি হযরত আমিরুল মোমেনীনের চিকিৎসকের স্ত্রী এসেছে বলে কৌতুক করতেন। এর কারণ একদিন এই অধমকে হযরত হোমিওপ্যাথীর পরামর্শদাতারূপে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঘটনাটি এই রূপ ছিল :—

ইউরোপে চিকিৎসার জন্য গমনের কিছুদিন পূর্বের এক সন্ধ্যায়, লাহোর থেকে এলোপ্যাথ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে ফিরে আসার পর, হযরত খুবই অস্বস্থিবোধ করছিলেন। কোন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসকের পরামর্শের প্রয়োজন বোধে, হযরত এই অধমকে ডেকে

পাঠান, কেননা সৌভাগ্যবশতঃ রাবওয়াতে তখন আর কোন হোমিওপ্যাথ ছিল না। কিন্তু এই অধম রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে সরলভাবে তা স্বীকার করে। আমার মনে হয় হযরত আমীরুল মোমেনীনের সাথে দেখা হওয়ার এই সুযোগ আল্লাহ্ প্রদত্ত। যখন জানতে পারি যে, হযরত শীঘ্রই ইউরোপ যাচ্ছেন তখন আমার আর দুঃখের অবধি থাকেনা; আবেগে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে, স্ত্রীকে ডেকে বলি, "যখন আমি শুনি যে, হুজুর বহুদিনের জন্য আমাদেরকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছেন তখন আমি ঠিক ততখানি ব্যথা পাই যতখানি কেউ পায় তার প্রিয়তমা স্ত্রীর বহুদিনের বিদায়ে।" ইহা ছিল অকপট মনের সত্যিকার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাই তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে স্বভাবতঃই আমার মন চাচ্ছিল তাঁর পবিত্র হস্ত চুম্বন করতে। মনে হয় হৃদয়ের এই আশা আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছেছিল। প্রতি উত্তরে তিনি হোমিওপ্যাথীর পরামর্শদাতারূপে হযরতের সাথে আমার সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটিয়ে দেন। ফলে আমি হযরতের পবিত্র হস্তদ্বয় চুম্বন করার সৌভাগ্য লাভ করি এবং খোদাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এসব ঘটনাবলী হযরত আম্মু সাহেবের সম্মুখে বসেই ঘটেছিল। তাঁর পর হতে তিনি আমার স্ত্রীকে দেখলেই বলে উঠতেন, "হযরত সাহেবের চিকিৎসকের স্ত্রী এসেছে।" তাঁর রসিকতার পরিচয় দিয়ে আর একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমার স্ত্রী তাঁকে দেখার জন্য যায় এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ লয়। অসুস্থ থাকা সত্বেও তিনি তাঁর সাথে কথা বলতে থাকেন; তাঁর প্রচারক স্বামী ও পুত্রের কথা জিজ্ঞেস করে তিনি তাঁদের ছবি দেখার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তিনি তাদের দুজনকে হল্যাণ্ড মসজিদের সম্মুখে পাশাপাশি দণ্ডায়মান দেখে রসিকতার সুরে বলে উঠেন, "পিতা ও পুত্র! কিন্তু কোথায় সেই পবিত্র আত্মা?" আল্লাহ্ যেন রসিকতার সুরে বলা তাঁর এই আশা পূরণ করেন এবং আমার দ্বিতীয় পুত্রকেও এই মহান আন্দোলনের প্রচারক নিযুক্ত করেন। আমীন!

আল্লাহ্কে অশেষ ধন্যবাদ, ৫ই এপ্রিল (১৯৬২) আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর সাথে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। তখন তিনি অফিসের কাজে খুব ব্যস্ত থাকা সত্বেও আমাকে সাক্ষাৎ দান করেন এবং বহুক্ষণ কথাবার্তা বলেন, এবং শেষ বিদায়ের আলিঙ্গন দান করেন। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আমি হাত মোসাফা করার জন্য হাত বাড়াই; কিন্তু উত্তরে তিনি স্নেহময় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেন। হে আল্লাহ্! বেহেস্তেও তুমি তাঁকে অমনি এক স্বাগতঃ আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর; আমীন। আমেরিকা আসার পর আমি তাঁকে তিনখানা চিঠি লিখি —দুই খানা ছিল দোয়ার জন্যে, আর এক খানা তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। অনুগ্রহ পূর্বক তিনি তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এবং দোয়ার কথা জানিয়ে তিনখানা চিঠিরই জবাব দিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের নম্রতা ও নিরহঙ্কার, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়ক দু'একটি ঘটনা

বলা এখানে বোধ হয় অবান্তর হবে না। একবার আমি, আমার স্ত্রী, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী সমবিব্যাহারে তাঁর গৃহে গমন করি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ আমার শ্বাশুড়ী মেঝের উপরে বসতে চান। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, "তাহলে আমরা সবাই মেঝেতে বসব।" বোধ হয় তাঁর আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমার শ্বশুর হাদিয়া অথবা উপহার হিসাবে তাঁকে কিছু টাকা দিতে চা'ন, কিন্তু তিনি তা' নিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে আমার শ্বশুর যখন বলেন যে, এই টাকা তিনি ভালোবাসার স্মৃতি হিসেবে উপহার দিচ্ছেন, এবং তিনি জানেন না যে তাঁর সাথে আবার দেখা হবে কি না; তিনি তৎক্ষনাৎ ধন্যবাদ সহকারে তা' গ্রহণ করেন।

কোন এক সময়ে তিনি আমাকে দু'একটা দুঃখ জনক ঘটনা বলেছিলেন। কিন্তু তা' বলার আগে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা আমার মন প্রস্তুত করিয়ে নেন।

عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم -

অর্থাৎ, "এমন হ'তে পারে যে, যে জিনিসকে তুমি পছন্দ কর না তা' তোমার জন্য মঙ্গল জনক এবং এমনও হ'তে পারে যে, এমন একটা জিনিসকে তুমি পছন্দ কর যা' তোমার জন্য অমঙ্গলকর।"

এ সব ঘটনা দ্বারা এ প্রতীয়মান হয় যে, অপরের অনুভূতির প্রতি তার কতটুকু শ্রদ্ধা ছিল।

একথা আগেই বলেছি যে, বিপদের দিনে লোক তাঁর কাছে দোয়া চাইতো। তারা এরূপ করত এর কারণ তারা জানত যে, তাঁর দোয়া গ্রহণীয়; বিশেষতঃ তারা তাঁর দোয়ার ফলে বিপদমুক্তও হয়েছে। ইহা একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু এতখানি নৈকট্য থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই লোকের কাছে দোয়ার জন্য আবেদন জানাতেন তাঁর خاتمه بالخير অর্থাৎ সুসমাপ্তীর জন্য। তাঁর জীবনের সমাপ্তী সুন্দর ভাবেই ঘটেছিল; কেননা তিনি সত্যিকার মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্, তার রসুল ও খলিফার প্রতি বাধ্য ও অনুগত থেকে, এবং আল্লার সৃষ্ট জীবদের সেবা করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন। এরূপ হয়েছিল এই কারণে যে, প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও মাহ্‌দী (তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর এবং তাঁর ভাই বোনদের জন্য ঐরূপ দোয়া করেছিলেন।

লোকদের কাছে দোয়ার জন্য এরূপ বিনীত আবেদন লোকের কাছে তাঁর সম্মান আরো বৃদ্ধি করেছে। আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর সম্মানিত স্থান থেকে আরো অধিক সম্মানিত স্থানে উন্নীত করুন। আমীন।

অবশেষে আমি বলব যে, তিনি তাঁর দোয়া ও উপদেশ দ্বারা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)-এর দীর্ঘ অসুস্থতা জনিত বিপদের সময়ে লোকের এক বিরাট দাবীকে পূর্ণ করেন। সংক্ষেপে

বলতে গেলে, তিনি সূর্যের অনুপস্থিতিতে 'চাঁদের আলো' বিতরণ করেছেন। চাঁদ এবার অস্ত গিয়েছে তার কাজ সমাধা করে, এবার উঠুক জেগে সূর্য তাঁর সমস্ত আলো নিয়ে; ভরে দিক এ বিশ্বকে উজ্জ্বল আলোয়। আমীন। আমীন।*

---

* এ. আর. খান বাঙালী বি. এ., এল. এল. বি., বি. টি. বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আহ্‌মদীয়া মুসলীম মিশনারী হিসাবে কাজ করিতেছেন। তিনি বিভাগ পূর্বে 'আহ্‌মদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর এক পুত্র জনাব সালাউদ্দীন আহ্‌মদ খান বাঙালী ডেনহেগে (হল্যাণ্ড) আহ্‌মদীয়া মুস্‌লীম মিশনারী হিসাবে কাজ করিতেছেন। আল্লাহ্ তাঁহাদেরকে পুরস্কৃত করুন। —সম্পাদক আহ্‌মদী

★

রচি তারি গান

সরফরাজ এম. এ. ছাত্তার

ব্যথা-বেদনায়, আঁখি-জল-ধারায়
রচি তারি গান;
সত্যের তরে, যুগে যুগে যারা,
হইয়াছে শহীদান।
দ্বীনের কালিমা মুছে ফেলে ভূমে
জ্বালিবারে প্রদীপ আলো;
যাদের শোণিতে ধুইয়া গিয়াছে
বিশ্বের যত পাপ তাপ কালো।
যাদের লহুর পরশে হইয়াছে শুচী
ভুবনের ধূলি কণা;
যাদের স্মৃতিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ঝরে আজি শুধু অশ্রু কণা।
শোণিতের রঙ্গে লিখে গেল যারা
রঙ্গিন করে ইতিহাস।
শত লাঞ্ছনা সহিয়াও যাদের
টলেনিকো বিশ্বাস।

কত ভাই বোন, দিল যখন প্রাণ
কত মা দিল বুক ছিঁড়ে;
তখনই এসেছে স্বর্গের ধারা
এ ধরণীর ধূলি তীরে।
কত রাজা মহারাজা এলো গেলো ভূমে,
কয় জনার নাম কেবা বলে;
রাজার তাজ লুটায় কেন গো,
উমাইয়ার দাস, বিলালের পদতলে?
দুর্গম পথে চলিয়া যাহারা
দুর্জয় পথ করিল জয়;
তাদেরি লাগি রচিলাম এই গাঁথা,
তাহারা মৃত্যুঞ্জয়।
হেরিতেছি আজও সেই ছবিখানি
মরু সাহারার তীরে;
পাষানেতে বাঁধা আজও রহিয়াছে
ধূলি-কণা-রাশি ঘিরে।

★

হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর সুযোগ্য পুত্র এবং আহ্‌মদী জমাতের বিশিষ্ট নেতা হযরত সাহেবজাদা মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ) ১৯৬৩ ইসাব্দের ২রা সেপ্টেম্বরে পরলোক গমণ করিয়াছেন। ইন্না লি াহে· · ··· রাজেউন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইল।

তিনি ১৮৯৩ ইসাব্দের ২০শে এপ্রিল পাঞ্জাবের কাদিয়ান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের বহুদিন আগেই হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্-তা'লা জানাইয়াছিলেন ঃ

يأتى قمر الانبياء و امرك يتأتى يسر
الله وجهك وينير برهانك سيولد
لك الولد ويدنى منك الفضل ان
نورى قريب -

'নবীদিগের চন্দ্র উদিত হইবে এবং তুমি যে কাজই করিবে, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিবে; তোমার যুক্তি দেদীপ্যমান হইবে। তুমি একটি পুত্র সন্তান লাভ করিবে এবং এই পুত্রের কারণে স্বর্গীয় আশিস নিকটবর্তী হইবে, এবং তোমার প্রভু হইতে আলো অতি নিকটবর্তী।

১৯০১ ইসাব্দে কাদিয়ানের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হইয়াছিলেন; তৎপর ১৯১০ ইসাব্দ পর্যন্ত তালিমুল ইসলাম হাই স্কুলে শিক্ষালাভ করেন।

১৯০৬ ইসাব্দের মে মাসে পেশওয়ারের জনাব সৈয়দ গোলাম হাসান খানের কন্যা সৈয়দা সরওয়ার সুলতানাকে বিবাহ করেন। জনাব গোলাম হাসান সাহেব হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন।

১৯১০ ইসাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং একই বৎসরে তিনি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজে ভর্তি হন।

১৯১১ ইসাব্দে হযরত খলিফাতুল মসিহ আওয়াল কর্তৃক সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সদস্য পদে বরিত হন।

১৯ ৩ ইসাব্দে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে আই. এ. পাশ করেন। এবং উক্ত কলেজে বি. এ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু অচিরে বি এ পড়া বাদ দিয়া কাদিয়ানে গমন করেন এবং সেখানে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আওয়াল (রাজিঃ)-এর নিকট কোরআন ও হাদিস পড়িতে আরম্ভ করেন।

১৯১৪ ইসাব্দে অবৈতনিক শিক্ষক হিসাবে তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলে যোগদান করেন। সাথে সাথে বি. এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

১৯১৪ ইসাব্দে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি খলিফা হিসাবে নির্বাচিত হইবার পর তিনি তাঁহার নিকট হইতে 'আল-ফজল' পত্রিকার সম্পাদনার ভার এবং মাদ্রাসা-ই-আহ্মদীয়ার ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন।

১৯১৫ ইসাব্দের অক্টোবর মাসে পাঞ্জাবের গভর্ণরের নিকট প্রেরিত ডিপুটেশনে যোগদান করেন।

১৯১৫ ইসাব্দের এপ্রিল মাসে মাদ্রাসা-ই-আহ্মদীয়ার অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) পদে বরিত হন।

১৯১৬ ইসাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করেন।

১৯১৭ ইসাব্দের এপ্রিল মাসে মাসিক 'রিভিউ অব রিলিজিয়ানস' (ইংরাজী ও উর্দ্দু) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং পরে সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯২২ সালে যখন প্রথমবারের জন্য হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ ভ্রমণ করিতে যান তখন তিনি ভারতীয় আহ্মদীদের নায়েবে আমীর নিযুক্ত হন।

১৯২৬ ইসাব্দের অক্টোবরে এডুকেশন সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

১৯৩৩ ইসাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় এডুকেশন সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এবং অক্টোবর মাসে নাজেরে আলা পদে বরিত হন।

১৯৩৭ ইসাব্দের ফেব্রুয়ারীতে পুনরায় এডুকেশন সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

১৯৩৮ ইসাব্দের জুলাই মাসে শাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া 'সিরাতে খাতামান নাবীয়ীন' (নবীদিগের মোহরের জীবনী) প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৭ ইসাব্দের আগষ্ট মাসে ভারত বিভক্ত হইবার ফলে কাদিয়ান ও পার্শ্ববর্তী স্থানের আহ্মদী ও গয়ের আহ্মদীগণ পাকিস্থানে আশ্রয় লইবার পূর্বে কাদিয়ানে জমায়েত হয়। তিনি তাঁহাদের কমাণ্ডার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯৪৭ ইসাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাদিয়ান হইতে লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

১৯৪৭ সাল হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কাদিয়ান সংক্রান্ত সকল বিষয়ের কার্য তিনি পরিচালনা করিতে থাকেন।

১৯৫৫ সালে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ) যখন চিকিৎসার জন্য দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণে যান তখন তিনি আমীর নিযুক্ত হন।

১৯৬১ ইসাব্দে মজলিসে শুরার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবং উক্ত সালে নিগরান বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৬১ ও ১৯৬২ ইসাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার (বাৎসরিক সম্মেলনে) উদ্বোধন ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯৬২ ইসাব্দে পুনরায় তিনি মজলিসে শুরার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ ইসাব্দে পুনরায় তিনি মজলিসে শুরার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ ইসাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর লাহোরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। 'আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে।'

১৯৬৩ ইসাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর রাবওয়ায় তিনি সমাধিস্থ হন। সাহেবজাদা মীর্যা নাছের আহ্‌মদ সাহেব জানাজার নামাজ পড়ান।

তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি সারা জীবন ইসলামের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল বই লিখিয়াছেন উহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:

কলিমাতুল ফজল, আল-হুজ্জাতুল বালিগা, সিরাত খাতামান নাবীয়ীন, (রসুলে করীম [সাঃ] -এর জীবনী) তবলিগে হিদায়েত, সিরাতুল মেহ্‌দী (মেহ্‌দীর জীবনী), হামারা খোদা (আমাদের খোদা) এক আউর তাজা নিশান, এমতেহান পাশ কারনে কি গৌর, সিলসিলাহ্ আহ্‌মদীয়া —পৃষ্ঠা ৪৪১, খালশা হুশিয়ার বাস (শিখগণ সাবধান), কাদিয়ান কা খুনী রোজনামাচা (পাক-ভারত বিভক্ত হইবার পর কাদিয়ানের অবস্থান করার সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত), চল্লিশ জওহার পার—পৃষ্ঠা ১৪, খাতাম নাবুউয়াত কি হাকীকাত—পৃষ্ঠা ১৭৬; আচ্ছি মাঁয়ে (ভাল মায়েরা)—পৃষ্ঠা ৩৩; রুহানিয়াত কি দো জাবার-দাস্‌ত সেতুঁ; খানদানী মানসুবা-বানদি (পরিবার পরিকল্পনা)—পৃষ্ঠা ৬৫; দো রুখী ওয়াফা-দারী এবং ১৯১৯, '৬০, '৬১, '৬২ সালের সালানা জলসায় (বাৎসরিক সম্মেলনে) পঠিত তাঁহার বক্তৃতাগুলি সিরাতে তাইয়েবা, তুর্‌রে মনসুর, তুর্‌রে মাকনুন, আইনায়ে জামাল নামে কথিত।

ইহা ছাড়াও গত ১০।১৫ বছরে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'ঈদ কি কোরবানীয়াঁ'—, তাসদিকুল মসিহ্'—, 'জামাতি তারবিয়াত আওর উস কি অসুল'—'পাঞ্জাব কি তাসকিম' (পাঞ্জাব ভাগ সম্বন্ধে)—'ইসতিখামি পাকিস্তান' (পাকিস্তানকে শক্তিশালী করন সম্বন্ধে) —'ইস্‌ত্রাকিয়াত আওর ইসলাম (ইসলাম ও কমুউনিজম) —জেহাদ কি হাকিকাত।

হযরত মিয়া সাহেবের অধিকাংশ লেখা ইংরাজী, আরবী, ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় অনুদিত হইয়াছে *

---

* ১৯৬৩ ইসাব্দের ডিসেম্বরের রিভিউ অব রিলিজনে প্রকাশিত প্রফেসার কিউ. এম. আসলাম সাহেবের 'হযরত মীর্যা বশীর আহ্‌মদ (রাজিঃ)' শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে।—লেখক

চলতি দুনিয়ার হাল চাল

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

রোযা কি বোঝা ?

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার [FAO] এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ প্রতি বৎসর বিশ্বের এক কোটি লোক উপবাসে মৃত্যুবরণ করে। তা'ছাড়া দুনিয়ার অর্দ্ধেক অর্থাৎ প্রায় ১৫০ কোটি লোক অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়। মানবতার জন্য এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর কি হতে পারে ? এই অভিশাপের হাত হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টার কোন বিরাম নেই। বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশ সমূহে কোটি কোটি টাকা খরচ করে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনকে দিন দিন জোরদার করে তোলা হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে রমযান উপলক্ষে স্বেচ্ছায় মোসলেম জগতের উপবাসব্রত পালনকে মানবতার উপরে বোকামীর বোঝা চাপানো বলে অনেকে মনে করতে পারে। অপর দিকে উপবাস যদি এতই কাম্য হয় তবে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের জন্য এত হুড়াহুড়ি, বাড়াবাড়ি কেন– এ প্রশ্নও অনেকের মনে উঁকি দিতে পারে।

বস্তুতঃ যারা রোযা রাখাকে ধর্মের প্রয়োজনীয় অংগ বলে বিশ্বাস করে থাকে তাদের পক্ষে আধুনিক মনের এসব প্রশ্নকে এড়িয়ে চলা যায় না। তা'ছাড়া রমযান মাসে রোযাদারকে আরো অনেক কিছু করতে হয় যা সাধারণ দৃষ্টিতে বোঝা বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। রমযানের পুরো মাসটি ভরেই সারাদিন শুধু খাদ্য পানীয় এমন কি ধূমপান হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হয় না, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীকে যৌন-মিলন হতেও বিরত থাকতে হয়। রোযাদারকে রাত্রি জাগতে হয়, নফল তারাবি পড়তে হয়। দান-খয়রাত বাড়াতে হয়, ফেৎরানা আদায় করতে হয়; অযথা গল্প-গুজব ছাড়তে হয়; কোরআন হাদিছ বেশী করে পড়তে হয়; এ সবের দরসে হিস্যা নিতে হয়। লায়লাতুল কদরের জন্য রাত্রি জাগতে হয়, সাধনা করতে হয়। অনেকে রোযার শেষ দশ দিন 'ইতেকাফে' বসে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লার ধ্যান ধারণায় মত্ত করে রাখেন। তা'ছাড়া রোযা বৎসর বৎসর ঘুরে ঘুরে যেমন প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও হতে পারে আবার হাড় ভাংগা শীতেও হতে পারে।

প্রথমতঃ দেখা যাক রোযা রাখার আদেশ দিয়ে কোরআন মানবতার উপর বোকামীর কোন বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে কিনা। এ নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে যেতে হলে দেখতে হবে উপবাস মাত্রই বোকামী কিনা। আর কি কি কারণে মানুষকে উপবাস করতে হয়। বর্তমান যুগে খাদ্যাভাব ছাড়া আরো নানা কারণে মানুষ উপোস করে থাকে। এ সব কারণের অনেকগুলো শুধু যে স্বেচ্ছাকৃত তাহা নহে বরং বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচায়ক বলেও গণ্য হচ্ছে। যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য, বেতন ভাতা, ছুটি বাড়া-

নোর জন্য, কাজের সময় কমানোর জন্য স্বেচ্ছাকৃত ভাবে উপবাস করলে ; স্বাস্থ্যগত কারণে দানাপানি ছাড়লে—আর কেউ এ সবকে বোকামী বল্লে —নিজেই বোকা বলে পরিচিত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সব উপবাসই সমাজে বোকামী বলে গণ্য হয় না।

এখন অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনের প্রশ্নটি নিয়ে বিবেচনা করা যাক। যারা খাদ্যাভাবের দরুন অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়, অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই তাদেরকে উপোস থাকতে হয়। খাদ্য পেলেই তারা এ অবস্থাকে আর স্বীকার করবে না ; স্বভাবের তাড়নাতেই আর অভাবের শিকার হবে না। সুতরাং স্বেচ্ছাকৃত রমযানের উপবাসের সাথে ইহার কোন তুলনা হতে পারে না। তা ছাড়া রমযান মাসে যারা রোযা রাখে তারা বোধ হয় খাওয়ার ব্যাপারে খরচ পাতি বেশীই করে থাকে।

যাক কোরআন করীমের ছুরা বাকারা ২৩ রুকুর ছয়টি আয়াতে রমযানের ইতিহাস, নিয়ম কানুন, উদ্দেশ্য ও ফল লাভ সম্বন্ধে অতি স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্-তা'লা বয়ান করেছেন। এ সব নিয়ে আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না। এখানে একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। রমযানের উপবাস আদর্শ ভিত্তিক। মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই আল্লাহ্-তা'লা রোজাকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম বলে নির্দ্ধারিত করেছেন। উপবাস থাকাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। উপবাসের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানবতাবোধ ও খোদা প্রেমকে জাগ্রত করে তোলাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য হাসেল হলে আদম সন্তানের জীবন সুন্দর ও সুষমায় ভরে ওঠে।

এখানে আরো একটি বিষয় বুঝতে পারলে দেখা [illegible] যে. রোযা মানুষের জন্য বোঝাত [illegible]-ই বরং এক পরম নেয়ামত। অন্যান্য জীব ও মানুষের মধ্যে একটি বড় ব্যবধান হলো - মানব জীবনে সাধ্য-সাধনা ও ধ্যান ধারণার স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু অন্যান্য জীবের বেলায় তার কোন বালাই নাই। মানব জীবনে সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-ধারণা আছে বলেই সে কৃতকার্যতার আনন্দ পায়, বিজয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা হয়। বস্তুতঃ এসবই তার জীবনকে গতিশীল করেছে। সুতরাং জীবন হতে এসবকে বিদায় দিলেই বরং গতিশীল জীবন স্থিতিশীল হয়ে এক বিরাট বোঝা হয়ে উঠবে। জীবনে ধ্যান-ধারণা, সাধ্য-সাধনাকে যতই বাড়ানো যাবে, যতই ইহাতে অভ্যস্থ হওয়া যাবে, ততই সার্থকতা লাভের পথ প্রশস্ত হবে, ততই আমরা কল্যাণের অধিকারী হবো, ততই আমরা এগিয়ে যাবো।

রোযা আমাদিগকে নিয়মানুবর্তিতা, ত্যাগ তিতিক্ষা শিক্ষা দেয় ; শিক্ষা দেয়—কি করে স্রষ্টার আদেশে মোমেনকে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা দেয়—কি ভাবে সংসারের সব বোঝাকে দূরে সরিয়ে একাগ্রচিত্তে আল্লার প্রেমে বিলীন হতে হয়। এই সত্য যারা বুঝেন তাঁদের নিকট রোযা কখনও বোঝা হয়ে উঠতে পারে না। আল্লাহ্-তা'লা আমাদেরকে ঐ সত্য উপলব্ধির তৌফিক দান করুন। আমীন।

শোক সংবাদ

হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মৌলানা গোলাম রসুল রাজেকী (রাজিঃ) গত ১৯৬৩ ইসাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ভোর বেলা ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন।

তিনি ১৮৯৭ সালে চিঠির মাধ্যমে বয়েত গ্রহণ করেন। ইহার পর ১৮৯৯ সালে স্বয়ং কাদিয়ানে আসিয়া পুনরায় মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর হাতে হাত রাখিয়া বয়েত করেন।

বয়েত করিবার পর তিনি প্রভুত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার তবলীগী অভিজ্ঞতা, নিদর্শনাবলী এবং অসাধারণ ঘটনা সমূহ স্বীয় আত্মচরিত 'হায়াতে কুদসী'তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি।

* * *

গাইবান্ধার জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ আবদুস সোবহান সাহেব ১৯৬৩ ইসাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মিটফোর্ড হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ... ... রাজেউন।

১৯১৯ ইসাব্দে হযরত মসিহ্ (আঃ)-এর ইসলামী অসুল কি ফিলসফী (ইসলামের শিক্ষা) নামক পুস্তক পাঠ করিয়া হযরত মসিহ্ (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধি করেন। এবং আহ্মদীয়া মতবাদে দাখিল হন।

তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে 'দি প্রমিজ সান অব দি প্রমিজ মসিহা' তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা তাঁহার রূহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি

* * *

নানা কারণে 'আহ্মদী'র ১৫শ ও ১৭শ সংখ্যা ঠিক সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। আশা ছিল বড় আকারে ১৬শ ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা যুক্তভাবে বের করার। কিন্তু ঢাকার গোলযোগের ফলে সে কাজও ব্যহত হল। তাই আমরা ছোট আকারেই তিন সংখ্যা এক সাথে প্রকাশ করলাম। আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহকদের কাছে এ জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

—স: আহ্মদী

★

জলসার খবর

১৯৬৩ ইসাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও সালানা জলসা অতি কামিয়াবের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

উক্ত জলসায় পূর্ব-পাকিস্তান হইতে জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর ই. পি. এ. এ, জনাব বদরুদ্দীন আহ্‌মদ উকিল সাহেব, ডাক্তার আবদুস সামাদ চৌধুরী সাহেব, ডাক্তার মোহাম্মাদ মুনা সাহেব, জনাব লতিফ আহ্‌মদ তাহের সাহেব, জনাব সাইফি চৌধুরী সাহেব ও কলিকাতা হইতে মুনশী শামসুদ্দিন সাহেব ও তাঁহার পুত্র শরীক হইয়াছিলেন।

Published & printed by Md. Fazlul Karim Mullah, at Shajahan Printing works
for the proprietors, 'East pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar